1 DEC. 03 1999

দৈনিক জনকণ্ঠ

265

তারিখ ... DEC. 03 1999 ...
পৃষ্ঠা ১৮ ... কলাম ৩ ...

হরতাল-ধর্মঘট ॥ ঢাকা ভার্সিটি আবার সেশন জটের কবলে

মামুন-অর-রশীদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবার সেশন জটের কবলে পড়েছে। নবেম্বর মাসে সাপ্তাহিক ও নির্ধারিত বন্ধ ছাড়া হরতাল-ধর্মঘটের কারণে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিল ৮ দিন। পরীক্ষার মৌসুমে এই আট দিন অনির্ধারিত বন্ধের কারণে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ 'অনিবার্য কারণবশত' উল্লেখ করে এক শ' ৮০টি পরীক্ষা স্থগিত করেছে। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কমপক্ষে ৫০টি পরীক্ষা একই কারণে স্থগিত করেছে। আগামী তিন মাসের পরীক্ষার সিডিউল আগেই তৈরি আছে। এই এক শ' ৮০টি পরীক্ষা নিতে কমপক্ষে বাড়তি আরও ছ'মাস সময় লাগবে বলে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দফতর সূত্রে জানা গেছে।

নবেম্বরে বিরোধী দলসমূহ আহূত হরতাল ছিল ছয় দিন। ১ নবেম্বর থেকে হরতাল শুরু হয়। এ ছাড়া ৭, ৮, ৯ নবেম্বর এবং ১৬ ও ২৫ নবেম্বর হরতাল ছিল। ১৩ ও ১৪ নবেম্বর ছিল ছাত্র ধর্মঘট। এই আট দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪০টি বিভাগের ৭টি ইনস্টিটিউটের একশ' ৮০টি পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। এ ছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৫০টি পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। স্থগিত পরীক্ষাসমূহ ছিল বিভিন্ন বর্ষ সমাপনী, অনার্স ফাইনাল এবং মাস্টার্স ফাইনাল। হরতাল ছাত্রছাত্রীদের জীবন থেকে ছয় মাস কেড়ে নেয়ায় অধিকাংশ ছাত্র ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। সন্তানদের আরও ছয় মাস বেশি সময় ব্যয়ভার বহন করতে হবে ভেবে অভিভাবকরা ক্ষুব্ধ হয়েছেন।

কলা ভবন পরীক্ষা কেন্দ্রে ৮ দিনে মোট ৮৬টি পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। এর মধ্যে দ্বিতীয় বর্ষ সমাপনী পরীক্ষা ৩৪টি। তৃতীয় বর্ষ সমাপনী পরীক্ষা বা অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা ১৮টি। মাস্টার্স ফাইনাল পরীক্ষা বন্ধ করা হয়েছে ৩১টি (চলতি পদ্ধতি)। সনাতন পদ্ধতির ৩টি পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। কার্জন হলে মোট ৪২টি পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ ৫২টি পরীক্ষা স্থগিত করেছে।

কলা ভবন পরীক্ষা কেন্দ্রে ৭ নবেম্বর দ্বিতীয় বর্ষের ৭টি পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। ৯ নবেম্বর দ্বিতীয় বর্ষের ৭টি পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে, ২৫ নবেম্বর একই বর্ষের ৭টি পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। ১৩ ও ১৪ নবেম্বর ২য় বর্ষের ১৩টি পরীক্ষা অনুষ্ঠানের কথা থাকলেও সব পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি। এই পরীক্ষা নতুন করে গ্রহণের দাবি উঠেছে। ৮ নবেম্বর তৃতীয় বর্ষের ৭টি পরীক্ষা, ৯ নবেম্বর একই বর্ষের ৭টি পরীক্ষা এবং ১৬ নবেম্বর এই বর্ষের ৪টি পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। ৭ নবেম্বর মাস্টার্সের ৫টি পরীক্ষা স্থগিত করেছে। সনাতন পদ্ধতির ১৯৯৫ সালের শেষ পর্ব এমএ ও এমএসএস পরীক্ষার ১৩টি পরীক্ষা ১ নবেম্বর হরতালের কারণে অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। ৮ নবেম্বর এমএ ও এমএসএস (সনাতন) শেষ পর্বের ১৩টি পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। কার্জন হলে ১ নবেম্বর ৯টি পরীক্ষা, ৮ নবেম্বর ৯টি পরীক্ষা, ৭ নবেম্বর একটি পরীক্ষা, ৯ নবেম্বর ৭টি পরীক্ষা, ১৬ নবেম্বর ৮টি পরীক্ষা ও ২৫ নবেম্বর ৯টি পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গরিব ও মেধাবী ছাত্র হরতালের মধ্যে পরীক্ষা না নিতে পারলে এই পরীক্ষাসমূহ শুক্রবার গ্রহণের দাবিতে উপাচার্যের নিকট স্মারকলিপি প্রদান করেছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে জনকণ্ঠের এক প্রশ্নের জবাবে উপাচার্য অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী বলেন, রাজনৈতিক দলগুলো দেশ পরিচালনা করে। সে ক্ষেত্রে জাতির বৃহত্তর স্বার্থে পরীক্ষা হরতাল ও ধর্মঘটের আওতামুক্ত রাখার জন্য তিনি সকল রাজনৈতিক দল ও ছাত্রসংগঠনগুলোর সদয় দৃষ্টি কামনা করেছেন।